দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

05 2002

শাবি ॥ কর্মকর্তা কর্মচারীরা দ্বিধাবিভক্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত

শাবি সংবাদদাতা

নানা কারণে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দ্বিধাবিভক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। সরকার পরিবর্তনের কারণে কোণঠাসা হয়ে আছেন প্রগতিশীল চিন্তাধারার শিক্ষক কর্মকর্তারা। গুটি কয়েক শিক্ষক কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অর্জন করে প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে খবরদারি করে যাচ্ছেন। কারণে-অকারণে কর্মকর্তাদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। চাকরি রক্ষার তাগিদে নিগৃহীত শিক্ষক কর্মকর্তারা নীরবে সহ্য করে গেলেও অসন্তোষ যে কোন সময় তীব্র হয়ে উঠতে পারে। ছয় মাস পূর্বেও যাঁরা বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের অনেকেই এখন আর সেই দায়িত্বে নেই। উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতার রাজনীতির কালো থাবা বার বার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশের ক্ষতিসাধন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সুবিধাবাদীদের নগ্ন রাজনীতির কারণে অল্প ক'বছরেই সেশনজট শুরু হয়ে গেছে। মারাত্মক অর্থ সঙ্কটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নসহ স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কোন কারণ ছাড়াই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ড. ইয়াসমিন হক মহিলা হলের প্রভোস্টের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গত এপ্রিল মাসে প্রফেসর শফিকুর রহমান শাবির পঞ্চম ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা, প্রক্টর এবং সহকারী প্রক্টরসহ পাঁচজন শিক্ষককে অব্যাহতি দিয়ে দু'জন জামায়াতপন্থী শিক্ষকসহ পাঁচজন কর্মকর্তাকে ওই পদগুলোতে নিয়োগ দিয়েছেন। এদিকে বিএনপিপন্থী হবার পরও কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারার কারণে শাহপরান হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে হলো ড. কামাল আহমদ চৌধুরীকে। অপরদিকে কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অর্জন করে কার্যক্রম চালিয়ে যাবার কারণে প্রফেসর হাবীবুল আহসান ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছেন– যে কারণে দায়িত্বে পালনে হিমশিম খেলেও কর্তৃপক্ষ তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে একাধিক দায়িত্ব দিয়ে ক্ষমতাধর বানিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, কামাল আহমদ চৌধুরীকে ২০০১ সালের ১৮ আগস্ট এক বছরের জন্য দায়িত্বে নিয়োজিত করলে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করলেও প্রফেসর হাবীবুল আহসানকেই ওই পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রফেসর হাবীবুল আহসান কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি লাভ করে দীর্ঘদিন যাবত পরিবহন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছেন। তারপরও গত ২৭ জুলাই থেকে তাঁকে মহিলা হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। একই সাথে তাঁকে বাণিজ্য অনুষদের ডীনও নিযুক্ত করা হয়েছে। এ সকল দায়িত্বের কারণে তিনি সিন্ডিকেটের এবং প্রক্টরীয় বডিরও সদস্য হয়েছেন। আবার পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হবার কারণে তিনি একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন। তারপরও তাঁকে অর্থ কমিটিরও সদস্য করা হয়েছে।

প্রগতিশীল শিক্ষকরা কোণঠাসা